প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
(Relevant Information and Decision Making)

১০

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি বইটির এটি শেষ ইউনিট। পূর্ববর্তী ইউনিটে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটে, ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহায্যার্থে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ কৌশল ব্যবহার করে কী ধরনের তথ্য তৈরি ও সরবরাহ করতে হবে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় সম্পর্কিত ধারণার পাশাপাশি ব্যয়-পরিমাণ-মুনাফা বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তনশীল ও পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা অপরিহার্য। এছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাসঙ্গিক তথ্য সৃষ্টি করার সময় যখন ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ কৌশল ব্যবহার করা হয়, তখন শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী পাঠ থেকে সংশ্লিষ্ট কৌশলটি সম্পর্কে পুনরায় ভালভাবে জেনে নিতে হবে।

এই পৃষ্ঠা খালি থাকবে

ইউনিট- ১০

পাঠ - ১ : প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ- ১
(Relevant Information and Decision Making-1)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ঘটনা, উপাত্ত, জ্ঞান ও তথ্যের মাঝে পার্থক্য করতে পারবেন
- বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণ করা উচিত হবে কি না তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- কোন পণ্য বা বিভাগ বর্জন করা বা সংযোগ করা উচিত হবে কি না তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- দুষ্প্রাপ্য সম্পদের পরিমিত ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের সুবিধা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

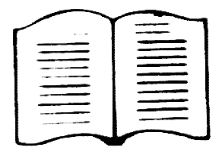

শুরু থেকেই আমরা ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানকে একটি পরিমাপক, নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য-আদান পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে আসছি। এ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের প্রথম দু'টি বিষয়-পরিমাপ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা, আলোচনা করা হয়েছে। এখন তৃতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ তথ্য আদান-প্রদান নিয়ে আলোচনা করব। আর্থিক হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের বাইরে অবস্থিত উৎসাহিত পক্ষকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। অপরদিকে, ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, এই তথ্য দৃষ্টি আকর্ষণী (Attention Directing) ও সমস্যা সমাধান (Problem Solving) এই দু'রকমের হতে পারে।

জ্ঞান, ঘটনা, উপাত্ত ও সংবাদ- এদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে, 'তথ্য' (Information) কী? পূর্বে তথ্য বলতে জ্ঞান (Knowledge), ঘটনা (Fact), উপাত্ত (Data) অথবা সংবাদকে (News) বুঝাতো। এ সংজ্ঞার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, জ্ঞান, ঘটনা, উপাত্ত ও সংবাদ- এদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে এদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

- ***ঘটনা (Fact)-*** বাস্তবে যা ঘটছে তাই ঘটনা। ঘটনাই সবচেয়ে বড় সত্য। ঘটনাকে বর্ণনা বা উপস্থাপন করতেই নানান রকমের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। কিন্তু ঘটনার কোন পরিবর্তন হয় না।

- ***উপাত্ত (Data)-*** ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে এর কিছু চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করে কোন একটি ক্রমানুসারে সাজানোর পর যা পাওয়া যায় তাকে উপাত্ত বলা হয়। উপাত্ত আংশিক বা সার্বিক দুই হতে পারে।

- ***জ্ঞান (Knowledge)-*** বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন বিষয় সম্পর্কিত ধারণাকে জ্ঞান বলা হয়। এতে দেখা যায়, জ্ঞানে তিনটি বিষয়, যেমন- (১) মনে কোন রকম ধারণা, (২) কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা এবং (৩) বিশ্বাসভিত্তিক ধারণা থাকতে হবে। কিন্তু, হিসাববিজ্ঞানে জ্ঞান বলতে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত ও মূল্যায়িত উপাত্তকে জ্ঞান বলা হয়।

কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত মূল্যায়িত উপাত্তকে তথ্য বলা হয়।

- ***তথ্য (Information)-*** কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত মূল্যায়িত উপাত্তকে তথ্য বলা হয়। দেখা যাচ্ছে, তথ্যের তিনটি উপাদান আছে- সমস্যা, সময় ও ব্যক্তি। এসবের পরিবর্তনের সাথে সাথে তথ্যের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। তথ্যের অজ্ঞানতা ও অনিশ্চয়তা কমাবার ক্ষমতা আছে।

- ***সংবাদ (News)-*** এখানে, সংবাদ নিয়ে আলোচনার কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। তবু, পূর্বের আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় যে, নতুন কিছু জানাই সংবাদ অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিষয়ই সংবাদ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য (Relevant Information)

পূর্বের একটি পাঠে হিসাববিজ্ঞান তথ্যের চারটি গুণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। গুণগুলি হল- (ক) নিরপেক্ষতা (Neutrality), (খ) প্রাসঙ্গিকতা (Relevance), (গ) বিশ্বস্ততা (Reliability) ও (ঘ) তুলনা যোগ্যতা (Comparability)। এখানে প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

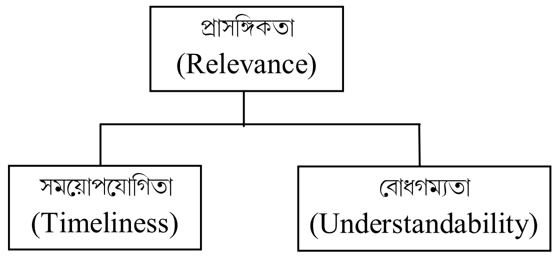

যথা সময়ে মোটামুটি শুদ্ধ বা আনুমানিক তথ্য, অসময়ের বিশুদ্ধ তথ্যের চেয়ে মূল্যবান।

প্রাসঙ্গিক তথ্যকে অবশ্যই যথাসময়ে প্রাপ্ত হতে হবে। অসময়ে প্রাপ্ত তথ্যের কোন মূল্যই থাকে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়ার পর তথ্য যত ভালই হোক না কেন, এর কোন গুরুত্ব নেই। তাই বলা হয়, যথা সময়ে মোটামুটি শুদ্ধ বা আনুমানিক তথ্য, অসময়ের বিশুদ্ধ তথ্যের চেয়ে মূল্যবান। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, সিদ্ধান্ত সব সময়ই ভবিষ্যৎ নিয়ে জড়িত। তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে বিশুদ্ধ তথ্য পাওয়া অসম্ভব।

প্রাসঙ্গিক তথ্য কোনটি তা প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারী দুজনকেই বুঝতে হবে। এরা যদি তথ্য বুঝতে না পারেন, তাহলে উভয়ের কাছে এই তথ্য মূল্যহীন এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে তথ্যের প্রাসঙ্গিকতাও পরিবর্তিত হয়।

তথ্য প্রস্তুতকারীকে তথ্য প্রস্তুতের সময় নিম্নের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হয় :

- ব্যবস্থাপকের সামনের সমস্যা নির্ধারণ
- সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ নির্ধারণ
- প্রস্তুতকারীর মতে সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প নির্বাচন বা গ্রহণ

প্রতিটি ধাপের জন্য হিসাববিদকে প্রাসঙ্গিক তথ্য জোগাড় ও প্রস্তুত করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক ব্যয় অবশ্যই ভবিষ্যৎ ব্যয়, কিন্তু সকল ভবিষ্যৎ ব্যয়ই প্রাসঙ্গিক ব্যয় নয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য যখন সমস্যা সমাধানের বিকল্প সম্পর্কিত, তখন প্রাসঙ্গিক তথ্য অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত। তাই ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Relevant costs are future costs, but all future costs are not relevant." অর্থাৎ, প্রাসঙ্গিক ব্যয় অবশ্যই ভবিষ্যৎ ব্যয়, কিন্তু সকল ভবিষ্যৎ ব্যয়ই প্রাসঙ্গিক ব্যয় নয়। যে ভবিষ্যৎ ব্যয়, বিকল্পগুলির মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না, সেই ব্যয়কে প্রাসঙ্গিক ব্যয়ও বলা যায় না। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে যে ব্যয়ের পরিমাণও বিভিন্ন, তাকেই প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে।

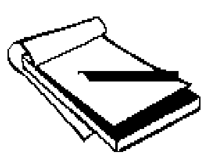

অনুশীলন

একটি প্রতিষ্ঠানে দুটি মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে বাজার চাহিদা কমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি একটি মেশিন বিক্রয় করে দিবে। নিচের মেশিন দুটির তথ্য থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি নির্বাচন করুন :

	মেশিন - ক	মেশিন - খ
ক্রয়মূল্য	৳ ১,০০,০০০	৳ ১,২০,০০০
বর্তমান লিখিত মূল্য	৮০,০০০	৭২,০০০
বর্তমান বিক্রয় মূল্য	৯০,০০০	৯০,০০০
বার্ষিক কাঁচামাল ব্যবহার	৫০,০০০	৪০,০০০
বার্ষিক মজুরি	৬০,০০০	৫০,০০০
বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়	২৫,০০০	২৫,০০০
বার্ষিক উৎপাদন উপরিব্যয়	২০,০০০	২৩,০০০

সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making)

উপস্থিত একাধিক বিকল্প পন্থা থেকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে একটি পন্থা নির্বাচনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। এটা ব্যয় হ্রাস বা মুনাফা বৃদ্ধি দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উপস্থিত একাধিক বিকল্প পন্থা থেকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে একটি পন্থা নির্বাচনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়।

এখন আমরা একে একে নিচের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব :

- বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ
- পণ্য বা বিভাগ বাদ দেয়া
- দুষ্প্রাপ্য সম্পদের পরিমিত ব্যবহার
- বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ

- ***বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ (Special Sales Order)-*** স্বাভাবিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলি মাঝে মাঝে বিশেষ ফরমায়েশ পেয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, এই বিশেষ ফরমায়েশ গ্রহণ করা উচিত হবে কি না। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কতগুলি বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজন হবে। বিষয়গুলি হচ্ছে :

স্বাভাবিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলি মাঝে মাঝে বিশেষ ফরমায়েশ পেয়ে থাকে।

* উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা :
(ক) সম্পূর্ণ ব্যবহৃত, অথবা (খ) আংশিক ব্যবহৃত

* উৎপাদন ব্যয়ের মিশ্রণ :
(ক) কেবল স্থায়ী ব্যয়, (খ) কেবল পরিবর্তনশীল ব্যয়, অথবা (গ) স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মিশ্রণ

* বর্তমান বিক্রয়ের উপর বিশেষ ফরমায়েশের প্রভাব :
(ক) বর্তমান বিক্রয় প্রভাবিত হতে পারে, অথবা (খ) বর্তমান বিক্রয় প্রভাবিত নাও হতে পারে।

* উৎপাদন ব্যয়ের উপর বিশেষ ফরমায়েশের প্রভাব :
(ক) কাঁচামাল ও শ্রমের দক্ষতা হ্রাস বৃদ্ধি, (খ) কাঁচামাল ও শ্রমের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি

* পরিবর্তনশীল বিক্রয় খরচের উপর বিশেষ ফরমায়েশের প্রভাব :
(ক) অপরিবর্তিত থাকতে পারে, (খ) পরিবর্তিতও হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের কৌশল (Management Accounting Strategy)

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে সকল ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের কৌশলগুলি ব্যবহার হবে তাহল :

- পরিশোষণ উৎপাদন ব্যয় হিসাব (Absorption Costing) অথবা, পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় হিসাব (Variable Costing)
- একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় (Unit Cost)

একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপরের বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হল :

উদাহরণ :

একটি প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী নিচে দেয়া হল :
বাজেট : বিক্রয় ১,০০,০০০ একক

বিক্রয় রাজস্ব :	৳ (৩০× ১,০০,০০০) =		৳ ৩০,০০,০০০
বাদ,			
পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় :	৳ (১২× ১,০০,০০০) =	১২,০০,০০০	
স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় :		৩,০০,০০০	
মোট উৎপাদন ব্যয় :			১৫,০০,০০০
মোট মুনাফা :			৳ ১৫,০০,০০০
পরিবর্তনশীল বিক্রয় খরচ :	৳ (২× ১,০০,০০০) =	২,০০,০০০	
স্থায়ী বিক্রয় খরচ :	=	৩,০০,০০০	
স্থায়ী প্রশাসনিক খরচ :	=	৫,০০,০০০	
			১০,০০,০০০
নিট মুনাফা :			৳ ৫,০০,০০০

প্রতিষ্ঠান ১৪ টাকা হারে ২০,০০০ একক বিক্রয়ের একটি বিশেষ ফরমায়েশ পায়। ফরমায়েশটি গ্রহণ করা উচিত হবে কি ?

সমাধান :

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের সময় কয়েকটি বিষয়ে প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। বিষয়গুলি হচ্ছে :

* প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা আছে কি ? হ্যাঁ / না
* বর্তমান উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর কোন প্রভাব পড়বে কি ? হ্যাঁ / না
* পরিবর্তনশীল বিক্রয় খরচের উপর কোন প্রভাব পড়বে কি ? হ্যাঁ / না

মনে করি :

* প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত ক্ষমতা আছে।
* বিশেষ ফরমায়েশের জন্য বর্তমান উৎপাদন ও বিক্রয়ে কোন প্রভাব পড়বেনা।
* নতুন বিক্রয় ফরমায়েশের জন্য কোন বিক্রয় খরচ হবে না।

নিচে বিশেষ ফরমায়েশ গ্রহণ করা হলে তা প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফা বিবরণীতে যে প্রভাব ফেলবে তা দেখানো হল :

দফা	বিশেষ ফরমায়েশ বাদে	বিশেষ ফরমায়েশের প্রভাব		বিশেষ ফরমায়েশ সহ
		মোট	একক প্রতি	
বিক্রয় একক	১,০০,০০০	২০,০০০	-	১,২০,০০০
বিক্রয় রাজস্ব :	৳৩০,০০,০০০	৳২,৮০,০০০	৳১৪.০০	৳৩২,৮০,০০০
বাদ: পরিবর্তনশীল ব্যয়				
উৎপাদন :	৳১২,০০,০০০	৳২,৪০,০০০	৳১২.০০	৳১৪,৪০,০০০
বিক্রয় :	২,০০,০০০	-	-	২,০০,০০০
মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় :	৳১৪,০০,০০০	৳২,৪০,০০০	৳১২.০০	৳১৬,৪০,০০০
প্রান্তিক দত্তাংশ	৳১৬,০০,০০০	৳৪০,০০০	৳২.০০	৳১৬,৪০,০০০
বাদ: স্থায়ী ব্যয় :				
উৎপাদন	৳৩,০০,০০০	-	-	৳৩,০০,০০০
প্রশাসনিক	৫,০০,০০০	-	-	৫,০০,০০০
বিক্রয়	৩,০০,০০০	-	-	৩,০০,০০০
মোট স্থায়ী ব্যয় :	৳১১,০০,০০০	-	-	৳১১,০০,০০০
নিট মুনাফা	৳৫,০০,০০০	৳৪০,০০০	৳২.০০	৳৫,৪০,০০০

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশটি গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফা ৳৫০০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৪০,০০০ টাকা হবে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে কেবল দত্তাংশের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নেয়া যেত।

একক প্রতি দত্তাংশ × ফরমায়েশ পরিমাণ = মোট দত্তাংশ

বা, {(৳১৪ -১২) × ২০,০০০} = ৳৪০,০০০

বিশেষ ফরমায়েশের ক্ষেত্রে একক উৎপাদন ব্যয় তথ্য ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

- ***একক উৎপাদন ব্যয় (Unit Costs)-*** বিশেষ ফরমায়েশের ক্ষেত্রে অনেকে একক উৎপাদন ব্যয় তথ্য ব্যবহার করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে একক উৎপাদন ব্যয় তথ্য ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পূর্বের সমস্যাটিতে ১,০০,০০০ একক পণ্য উৎপাদনের জন্য মোট উৎপাদন ব্যয় হয় ৳১৫,০০,০০০। অতএব, একক প্রতি ব্যয় হল (১৫,০০,০০০ ÷ ১,০০,০০০) = ৳১৫। অপরদিকে বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশে একক প্রতি বিক্রয়মূল্য ৳১৪। স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত হবে যে, বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশটি বাতিল করা। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এখানে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১৫.০০ টাকা প্রাসঙ্গিক নয়। এই উৎপাদন ব্যয়টি পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে (Absorption Costing Basis) নির্ধারিত। এখানে পরিবর্তনশীল ব্যয় ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যয়টি প্রাসঙ্গিক হবে।

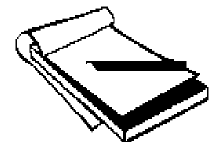

অনুশীলন

নিচে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণ যাবে না :

(ক) ফরমায়েশদাতার প্রস্তাবিত মূল্য একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান, (খ) বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে কোন বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা নেই, (গ) প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বিক্রয় পরিমাণ হ্রাস পাবে, (ঘ) প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত বর্জ্য কাঁচামাল ব্যবহার করা যাবে, (ঙ) আরও একটি নতুন মেশিন ক্রয় করতে হবে।

কোন পণ্য বা বিভাগ বাদ অথবা সংযোগ করা
(Deletion or Addition of a Product or Department)

কোন পণ্য বা বিভাগ বাদ দেয়া অথবা সংযোগ করার সময়ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের প্রয়োজন। এখানে প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে যে, একটি পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বাদ দিলে একদিকে যেমন কোম্পানি রাজস্ব হারাবে, অপরদিকে কোম্পানির কিছু ব্যয়ও হ্রাস পাবে। ব্যয় হ্রাসের পরিমাণ যদি রাজস্ব হ্রাসের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তখন অবশ্যই পণ্যটি উৎপাদন ও বিক্রয় বাদ দেয়া উচিত হবে, অন্যথায় নয়। অর্থাৎ,

উৎপাদন ও বিক্রয় বাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, যখন

ব্যয় হ্রাস > রাজস্ব হ্রাস

এখানে কয়েকটি ব্যয় ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। ধারণাগুলি হল - (ক) পরিহারযোগ্য ব্যয় (Avoidable Costs), (খ) অপরিহারযোগ্য ব্যয় এবং (গ) সাধারণ ব্যয় (Common Costs)।

- ***পরিহারযোগ্য ব্যয় (Avoidable Costs)-*** কোন পণ্য বা বিভাগ বাদ দেয়ার সাথে সাথে যদি কোন ব্যয় বন্ধ হয়ে যায় তবে তাকে পরিহার্য ব্যয় (Avoidable Costs) বলে। কোন পণ্য বা বিভাগ বাদ দেয়া হবে কিনা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পরিহার্য ব্যয়কে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ***অপরিহারযোগ্য ব্যয় (Unavoidable Costs)-*** পণ্য বা বিভাগ বাদ দেওয়ার পরও যে সকল ব্যয় চলতে থাকবে তাদেরকে অপরিহারযোগ্য ব্যয় বলে। তাই পণ্য বা বিভাগ বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এই ব্যয়গুলি অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা হয়।
- ***সাধারণ ব্যয় (Common Costs)-*** সাধারণ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে সাধারণ ব্যয় বলে। সাধারণ সুযোগের ব্যবহার একাধিক পণ্য বা বিভাগ নিয়ে থাকে। তাই, একটি পণ্য বা বিভাগ বাদ দিয়ে এই ব্যয় পরিহার করা যায় না। একে অপরিহারযোগ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পণ্য বা বিভাগ বাদ দেওয়ার ব্যাপারে এই ব্যয়গুলিকে অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা হয়।

এখন উদাহরণের মাধ্যমে একটি পণ্য পরিহার সম্পর্কিত সমস্যা ব্যাখ্যা করা হল।

উদাহরণ :

নিচে একটি কোম্পানির তিনটি পণ্যের আয় বিবরণী দেয়া হল :

	শ্যাম্পু	**ক্রীম**	**চুলের তেল**	**মোট**
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব	৫,০০,০০০	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	১২,০০,০০০
বাদ: পরিবর্তনশীল ব্যয়	২,৭০,০০০	২,০২,০০০	২,২০,০০০	৬,৯২,০০০
প্রান্তিক দত্তাংশ	২,৩০,০০০	৯৮,০০০	১,৮০,০০০	৫,০৮,০০০
স্থায়ী ব্যয় :				
নিয়ন্ত্রণযোগ্য	৫৬,০০০	৫৯,০০০	৪৫,০০০	১,৬০,০০০
* অনিয়ন্ত্রণযোগ্য	১,০০,০০০	৬০,০০০	৮০,০০০	২,৪০,০০০
মোট	১,৫৬,০০০	১,১৯,০০০	১,২৫,০০০	৪,০০,০০০
নিট মুনাফা (লোকসান)	৭৪,০০০	(২১,০০০)	৫৫,০০০	১০৮,০০০

* মোট অনিয়ন্ত্রণযোগ্য স্থায়ী ব্যয় ২,৪০,০০০ টাকা বিক্রয় পরিমাণের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়।

উপরের আয় বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ক্রীমে ২১,০০০ টাকা লোকসান হচ্ছে। এখন এই পণ্যটি কি বাদ দেয়া উচিত?

সমাধান :

ক্রীমের উৎপাদন ও বিক্রয় বাদ দিলে :

রাজস্ব হ্রাস পাবে	:		৩,০০,০০০ টাকা
ব্যয় হ্রাস পাবে	:		
পরিবর্তনশীল ব্যয়	:	২,০২,০০০	
নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্থায়ী ব্যয়	:	৫৯,০০০	
			২,৬১,০০০ টাকা
নিট মুনাফা হ্রাস	:		৩৯,০০০ টাকা

ক্রীম বাদ দিলে মোট নিট মুনাফা ৩৯,০০০ টাকা হ্রাস পাবে। সুতরাং ক্রীম উৎপাদন ও বিক্রয় বাদ দেওয়া উচিত নয়। নিচে একটি তুলনামূলক বিবরণী দেয়া হল :

বিবরণ	মোট	ক্রীম	ক্রীম বাদে মোট
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব	১২,০০,০০০	৩,০০,০০০	৯,০০,০০০
বাদ পরিবর্তনশীল ব্যয়	৬৯২,০০০	২,০২,০০০	৪৯০,০০০
প্রান্তিক দত্তাংশ	৫,০৮,০০০	৯৮,০০০	৪,১০,০০০
স্থায়ী ব্যয়			
নিয়ন্ত্রণযোগ্য	১,৬০,০০০	৫৯,০০০	১,০১,০০০
* অনিয়ন্ত্রণযোগ্য	২,৪০,০০০	৬০,০০০	২,৪০,০০০
মোট স্থায়ী ব্যয়	৪,০০,০০০	১,১৯,০০০	৩,৪১,০০০
নিট মুনাফা (লোকসান)	১,০৮,০০০	(২১,০০০)	৬৯,০০০

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ক্রীম বাতিল করলে মোট নিট মুনাফা ১,০৮,০০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৯,০০০ টাকা হয়েছে। অতএব, ক্রীম উৎপাদন বাদ দেয়া উচিত নয়।

দুষ্প্রাপ্য সম্পদের পরিমিত ব্যবহার (Optimum use of Limited Resources)

দুষ্প্রাপ্য বা সীমাবদ্ধ সম্পদের একক প্রতি দত্তাংশ ব্যবহার করে কোন কোন পণের জন্য উৎপাদন ক্ষমতার অধিক সময় বন্টন করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অনেক সময় একটি প্রতিষ্ঠান একাধিক পণ্য তৈরি করতে পারে। এখন এই প্রতিষ্ঠান যদি পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে উৎপাদন করে তখন প্রশ্ন হতে পারে, পণ্যগুলির মাঝে কোন্ কোন্ পণ্যের জন্য উৎপাদন ক্ষমতার অধিক সময় বন্টন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ পণ্য একক প্রতি দত্তাংশ ব্যবহার করে থাকেন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দত্তাংশ (contribution) ধারণাই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু, পণ্য একক প্রতি দত্তাংশ নয়, দুষ্প্রাপ্য বা সীমাবদ্ধ সম্পদের একক প্রতি দত্তাংশ ব্যবহার করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের নিচের বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে :

- শ্রম ঘন্টা (Labour hour)
- যন্ত্র ঘন্টা (Machine hour)
- বিক্রয় কেন্দ্রের মেঝের পরিমাণ (Floor Allocation for Sales Centre)
- কাঁচামালের পরিমাণ (Volume of Raw Material)

আসুন, একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করি।

উদাহরণ :

একটি প্রতিষ্ঠান ক ও খ নামে দু'টি পণ্য তৈরি করে। পণ্য দু'টি সম্পর্কে তথ্য নিচে দেওয়া হল:

বিবরণ	পণ্য - ক		পণ্য - খ	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
একক প্রতি বিক্রয় মূল্য		১৩.০০		১২.০০
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	৬.০০		৩.০০	
প্রত্যক্ষ শ্রম	২.০০		৪.০০	
পরিবর্তনশীল উপরিব্যয়	৩.০০	১১.০০	২.০০	৯.০০
একক প্রতি দত্তাংশ		২.০০		৩.০০
দত্তাংশ অনুপাত		১৫.৩৮%		২৫%
একক প্রতি উৎপাদিত পণ্যের জন্য আবশ্যক : কাঁচামাল (পাউন্ড)		২		১
সর্বাধিক বিক্রয় :		২,০০০		৫,০০০

৮,০০০ পাউন্ড কাঁচামাল দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন পণ্য কত একক তৈরি করা প্রয়োজন ?

সমাধান :

এখানে দুষ্প্রাপ্য বা সীমাবদ্ধ উপাদান হলো — কাঁচামালের পরিমাণ

সর্বাধিক উৎপাদন পরিমাণ : পণ্য - ক ২,০০০ একক
পণ্য - খ ৫,০০০ একক

	পণ্য - ক	পণ্য - খ
একক প্রতি দত্তাংশ :	৳ ২	৳ ৩
একক প্রতি ব্যবহৃত কাঁচামাল (পাউন্ড)	২	১
পাউন্ড প্রতি দত্তাংশ	৳ ১.০০	৳ ৩.০০
প্রাপ্ত কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদনযোগ্য একক	৪,০০০	৮,০০০
বিক্রয় সীমা	২,০০০	৫,০০০

* পণ্য -খ উৎপাদনে কাঁচামালের পাউন্ড প্রতি দত্তাংশ বেশি বিধায় প্রথমে পণ্য - খ ই প্রথম উৎপাদন করতে হবে।

* পণ্য -খ-এর সর্বোচ্চ বিক্রয়সীমা ৫,০০০ একক। ৫,০০০ একক পণ্য -খ উৎপাদন করতে ৫,০০০ পাউন্ড কাঁচামালের প্রয়োজন হবে। বাকী (৮,০০০ - ৫,০০০) = ৩,০০০ পাউন্ড কাঁচামাল ব্যবহার করা হবে পণ্য-ক তৈরির জন্য। এ দিয়ে (৩,০০০ ÷২) = ১,৫০০ একক পণ্য-ক তৈরি করা যাবে। এই মিশ্রণে প্রতিষ্ঠানের মোট দত্তাংশ হবে, {(৫,০০০×৩)+(১,৫০০×২)}=১৮,০০০ টাকা।

অনুশীলন

উপরের উদাহরণে মনে করুন প্রতি ঘন্টা শ্রমের মজুরি ৪ টাকা। সর্বোচ্চ ৫,০০০ শ্রম ঘন্টা কাজ করা সম্ভব হলে নিচের কোন ক্ষেত্রে কোন পণ্য কতটি উৎপাদন করা লাভজনক হবে ?

(ক) শুধু শ্রম ঘন্টার পরিমাণ সীমিত

(খ) শ্রম ঘন্টা ও কাঁচামালের সরবরাহ সীমিত

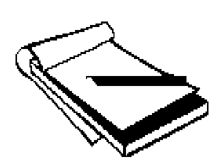

পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ (Determining the Selling Price of Products)

রাজস্ব, অর্থাৎ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন মূল্যের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা। রাজস্ব ও ব্যয়ের পার্থক্যই মুনাফা। রাজস্ব, অর্থাৎ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন মূল্যের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ মূল্য নির্ধারণ সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

- নতুন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ
- চলতি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ
- প্রতিযোগীর মূল্য সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের সাথে সাথে সিদ্ধান্ত
- বিশেষ টেন্ডারের সময় মূল্য দাবী

বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের বিবেচ্য উপাদান (Elements to be Considered to Determine Selling Price)

একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ব্যবস্থাপকগণ বেশ কতগুলি উপাদান বিবেচনা করে থাকেন। যেমন -

- সরকারী নিয়ন্ত্রণ
- প্রতিযোগীর মূল্য
- উৎপাদন ব্যয়

সরকারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় ও পরিচালনা ব্যয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

- ***সরকারী নিয়ন্ত্রণ-*** নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে সরকার পণ্যের বিক্রয়মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এই সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিধি দিন দিন কমে আসছে। এখনও আমাদের দেশে সরকার কিছু কিছু পণ্যের মূল্য, বিশেষ করে ঔষধের মূল্য, নির্ধারণ করে থাকে। তাই, বাংলাদেশে ঔষধের প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্যের কথা উল্লেখ থাকে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় ও পরিচালনা ব্যয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সরকার সাধারণত বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে বাধা দিয়ে থাকে।

- ***প্রতিযোগীর মূল্য-*** একটি পণ্যের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি একে অন্যের উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদনের কলাকৌশল ও উৎপাদন নীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এর ভিত্তিতে প্রতিযোগীর উৎপাদন ব্যয় এবং একটি বিক্রয়মূল্যে তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে চেষ্টা করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপকগণ তাদের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ নীতিকে 'ব্যয় যোগ' নীতি বলে থাকেন।

- ***উৎপাদন ব্যয়-*** বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব প্রত্যক্ষ। আবার অনেকে মনে করেন, বাজারই বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে। এখানে উৎপাদন ব্যয়ের ভূমিকা গৌন। এটা নিলাম (auction) বাজারে সম্ভব। নিলাম বাজারও দীর্ঘকাল ধরে উৎপাদন ব্যয়ের নিচে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপকগণ তাদের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ নীতিকে 'ব্যয় যোগ' (Cost Plus) নীতি বলে থাকেন।

বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে ব্যবহৃত শব্দাবলী (Terms Used in Determining Selling Price)

বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে কতগুলি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর কিছু শব্দ নিচে দেয়া হল :

- মার্ক-আপ (Mark-up): বিক্রয়মূল্য > উৎপাদন ব্যয়
- মার্ক-আপ প্রাইস (Mark-up Price): উৎপাদন ব্যয় + মার্ক আপ
- সম্পূর্ণ বন্টিত ব্যয় (Fully-allocated Cost): উৎপাদন ব্যয় + প্রশাসনিক ব্যয় + বিক্রয় ব্যয়
- পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost)

উৎপাদন ব্যয় প্রতিবেদন				মার্ক-আপ নির্ধারণ
	টাকা	টাকা	টাকা	
বিক্রয় রাজস্ব			৫,০০,০০০	
পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় :	২,০০,০০০			
পরিবর্তনশীল বিক্রয় উপরিব্যয়	১,০০,০০০			
মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়		৩,০০,০০০		(৫,০০,০০০ − ৩,০০,০০০)
স্থায়ী উপরিব্যয় :				÷ ৩,০০,০০০ = ৬৬.৬৭%
উৎপাদন	৫০,০০০			
প্রশাসনিক ও বিক্রয়	৫০,০০০			
মোট স্থায়ী ব্যয় :		১,০০,০০০		
সম্পূর্ণ ব্যয় :			৪,০০,০০০	(৫,০০,০০০ − ৪,০০,০০০)
মুনাফা			১,০০,০০০	÷৪,০০,০০০ =২৫%

বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ নীতিতে মার্ক-আপের হার উল্লেখ থাকলে, ব্যবস্থাপকদের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে বিশেষ সুবিধা হয়। ভিত্তি অর্থাৎ, পরিবর্তনশীল ব্যয় অথবা সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করে এর সাথে মার্ক-আপ যোগ করে বিক্রয়মূল্য বের করা যায়। উপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপর ৬৬.৬৭% হারে কিংবা সম্পূর্ণ ব্যয়ের উপর ২৫% হারে মার্ক আপ যুক্ত হয়েছে।

পরিবর্তনশীল ব্যয় অথবা সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করে এর সাথে মার্ক-আপ যোগ করে বিক্রয়মূল্য বের করা যায়।

অনুশীলন

পণ্যের বিক্রয়মূল্য পরিবর্তনে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে তা ব্যাখ্যা করুন।

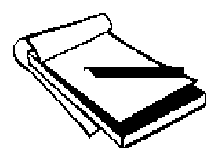

পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ভিত্তিতে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে সুবিধা :

পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করলে নিচের সুবিধাগুলি পাওয়া যায় :

- পরিবর্তনশীল ব্যয় ও স্থায়ী ব্যয়ের আচরণ সম্পর্কে জানা যায়।
- এতে দত্তাংশ জানা যায় বিধায় সমতুল বিন্দু বিশ্লেষণে সুবিধা হয়।
- সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব জানা যায়।
- লক্ষ্য, বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ সহজতর হয়। (Target Sales Price)

সম্পূর্ণ ব্যয় ভিত্তিতে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের সুবিধা :

- যে ভিত্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন, বাস্তবে সম্পূর্ণ ব্যয়ই গ্রাহকদের নিকট থেকে আদায় করতে হবে। অতএব, সম্পূর্ণ ব্যয় ভিত্তিতেই বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা শ্রেয়।
- এতে প্রতিযোগীদের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।
- এতে নিট মুনাফা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।
- এই বিক্রয় মূল্য অনেক যুক্তিযুক্ত।
- এই বিক্রয় মূল্য দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে।

কোন একক ভিত্তি নীতিগত হিসেবে শ্রেয় নয়। ব্যবস্থাপকদের একই সঙ্গে একাধিক নীতি অনুসরণ করা উচিত। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে ভিত্তিও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**
- **সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন**

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একজন হিসাববিদ প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২. সময়, সমস্যা এবং ব্যবহারকারীর পরিবর্তন সাথে সাথে তথ্যের প্রাসঙ্গিকতাও পরিবর্তিত হয়।

৩. বাস্তব ঘটনার কোন পরিবর্তন হয়না, কিন্তু এর বর্ণনা বা উপস্থাপনের পরিবর্তন হতে পারে।

৪. উপাত্ত ও তথ্যের কোন পার্থক্য নেই, এরা সমার্থক।

৫. ব্যবহারকারীর যোগ্যতার উপরও একটি তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে।

৬. ভবিষ্যৎ ব্যয় সব সময়েই প্রাসঙ্গিক

৭. ভবিষ্যৎ পরিবর্তনশীল ব্যয় সব সময়েই প্রাসঙ্গিক।

৮. স্থায়ী ব্যয় সব সময়েই অপরিহারযোগ্য।

৯. একটি পণ্য বাদ দেয়ার সময় পরিহার্য এবং অপরিহারযোগ্য ব্যয় উভয়ই প্রাসঙ্গিক।

১০. বিকল্পের একই পরিমাণের স্থায়ী ব্যয় অপ্রাসঙ্গিক।

১১. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল, শ্রম ঘন্টা, মেশিন ক্ষমতা ও বিক্রয় পরিমাণ সীমাবদ্ধ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে।

১২. বিভিন্ন ভিত্তি ব্যবহার করেও একই বিক্রয়মূল্য পাওয়া যেতে পারে।

১৩. কাজ বন্ধ রাখলে অপরিহারযোগ্য ব্যয় সংঘটিত হবেনা।

১৪. উৎপাদন বা বিক্রয় পরিমানের পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয় পরিবর্তিত হয়, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

১৫. সম্পূর্ণ ব্যয় ভিত্তিতে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করলে ব্যবস্থাপকের ব্যয় পরিমাণ মুনাফা সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না।

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. একটি পণ্য বাতিল করা হবে কি হবে না সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হিসাববিদকে কেবল .... সরবরাহ করতে হবে।

ক. প্রাসঙ্গিক ব্যয়
খ. নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়
গ. রূপান্তর ব্যয়
ঘ. প্রমাণ ব্যয়।

২. সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় একজন হিসাববিদের প্রধান ভূমিকা হল :

ক. সিদ্ধান্ত নেয়া
খ. প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা
গ. অপ্রাসঙ্গিক তথ্য নির্দেশ করা
ঘ. কোনটিই নয়।

৩. সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রশ্ন হলো ....

ক. বিকল্পের ব্যয়সমূহের মাঝে পার্থক্য কত
খ. বিকল্পগুলির অতীত ব্যয় কত
গ. অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় কত
ঘ. কোনটিই নয়।

৪. অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা ব্যবহার করে বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণের সময় নিচের কোন তথ্যটি অপ্রাসঙ্গিক হবে ?
- ক. কাঁচামাল
- খ. প্রত্যক্ষ শ্রম
- গ. অবচয়
- ঘ. পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয়।

৫. বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিচের কোন বক্তব্যটি অশুদ্ধ ?
- ক. সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় প্রাসঙ্গিক
- খ. বিকল্পগুলির মাঝে একই পরিমাণ স্থায়ী ব্যয় অপ্রাসঙ্গিক
- গ. দত্তাংশভিত্তিক তথ্য প্রাসঙ্গিক
- ঘ. একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় নির্ধারণের জন্য মোট স্থায়ী ব্যয়কে নির্ধারিত উৎপাদন-স্তর দিয়ে ভাগ করতে হয়।

৬. একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের তথ্য নিচে দেয়া হল :

	টাকা
ব্যবহৃত কাঁচামাল :	৫,০০,০০০
প্রত্যক্ষ শ্রম :	৩,০০,০০০
পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয়	১,০০,০০০
স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয়	২,০০,০০০
পরিবর্তনশীল বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়	১,০০,০০০
স্থায়ী বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়	২,০০,০০০
উৎপাদিত ও বিক্রীত একক	১০,০০০
একক প্রতি বিক্রয়মূল্য	৳ ২০০

৬-১. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত ?
- ক. ৳ ১৪০.০০
- খ. ৳ ৯০.০০
- গ. ৳ ১১০.০০
- ঘ. কোনটিই নয়।

৬-২. দত্তাংশ পদ্ধতিতে একক প্রতি ব্যয় কত ?
- ক. ৳ ১০০.০০
- খ. ৳ ৯০.০০
- গ. ৳ ১৩০.০০
- ঘ. কোনটিই নয়।

৬-৩. চলতি নিট মুনাফা কত ?
- ক. ৳ ১০,০০,০০০
- খ. ৳ ৬,০০,০০০
- গ. ৳ ৮,০০,০০০
- ঘ. কোনটিই নয়।

৬-৪. অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা অনুমান করে, প্রতিটি পণ্য ১৬০ টাকা হারে ১,০০০ টি একক বিক্রয়ের বিশেষ ফরমায়েশ গ্রহণে কী প্রভাব পরবে ?
- ক. নিট মুনাফা ৭০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
- খ. নিট মুনাফা ৬০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
- গ. নিট মুনাফা ২০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
- ঘ. কোনটিই নয়।

৭. একটি প্রতিষ্ঠান ১০,০০০ একক তৈরি ও বিক্রয় করে। প্রতিষ্ঠানটির আরও ৫,০০০ একক তৈরি করার ক্ষমতা অব্যবহৃত আছে। অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ :

একক প্রতি বিক্রয় মূল্য	৳ ২০০
একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় :	
উৎপাদন :	১০০
বিক্রয় ও প্রশাসনিক	৫০
মোট স্থায়ী ব্যয় :	
উৎপাদন	৳ ২,০০,০০০
বিক্রয় ও প্রশাসনিক	৳ ১,০০,০০০

৭-১. স্বল্প মেয়াদে সবচেয়ে কত কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা যাবে ?

ক. ৳ ১৫০.০০
খ. ৳ ১৮০.০০
গ. ৳ ১২০.০০
ঘ. কোনটিই নয়।

৭-২. পরিশোষণ ব্যয় পদ্ধতিতে একটি পণ্য তৈরির উৎপাদন ব্যয় কত ?

ক. ৳ ১৫০.০০
খ. ৳ ১৮০.০০
গ. ৳ ১২০.০০
ঘ. কোনটিই নয়।

৭-৩. প্রতিটি ১৬০ টাকা হারে ৫,০০০ একক বিক্রয়ের বিশেষ ফরমায়েশের প্রভাব কি হবে ?

ক. নিট মুনাফা ৳ ৫০,০০০ বৃদ্ধি পাবে
খ. নিট মুনাফা ৳ ১,০০,০০০ হ্রাস পাবে
গ. নিট মুনাফার কোন পরিবর্তন হবে না
ঘ. কোনটিই নয়।

৮. একটি বিভাগ বন্ধ করে দিলে যে ব্যয় ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে না, তাকে বলা হয়,

ক. পরিহারযোগ্য ব্যয়
খ. সাধারণ ব্যয়
গ. ডুবন্ত ব্যয়
ঘ. কোনটিই নয়।

৯. একটি পণ্য উৎপাদন পরিহার করার পরও যে ব্যয় সংঘটিত হয় তাকে বলা হয়,

ক. সাধারণ ব্যয়
খ. অপরিহারযোগ্য ব্যয়
গ. পরিবর্তনশীল ব্যয়
ঘ. কোনটিই নয়।

১০. একটি কোম্পানি ক, খ, গ নামে তিনটি পণ্য উৎপাদন করে। এদের কিছু তথ্য নিচে দেয়া হল :

	ক	খ	গ
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব :	১,০০,০০০	১,৫০,০০০	৪০,০০০
পরিবর্তনশীল ব্যয় :	৬০,০০০	৮০,০০০	২৫,০০০
প্রান্তিক দত্তাংশ	৪০,০০০	৭০,০০০	১৫,০০০
স্থায়ী ব্যয় :			
পরিহারযোগ্য	১৫,০০০	৩০,০০০	১০,০০০
অপরিহারযোগ্য	১০,০০০	১৫,০০০	৯,০০০
নিট মুনাফা	১৫,০০০	২৫,০০০	(৪,০০০)

১০-১. পণ্য-গ-এর উৎপাদন বাদ দিলে নিট মুনাফা হবে,

ক. নিট মুনাফা ৳ ৪,০০০ বৃদ্ধি পাবে
খ. নিট মুনাফা ৳ ৫,০০০ হ্রাস পাবে
গ. নিট মুনাফা ৳ ৫,০০০ বৃদ্ধি পাবে
ঘ. নিট মুনাফা ৳ ৯,০০০ বৃদ্ধি পাবে।

১০-২. পণ্য -গ-এর উৎপাদন বন্ধ করে, এর উৎপাদনে ব্যবহৃত সুযোগ সুবিধা ৫,০০০ টাকায় ভাড়া দেয়া হল। নিট মুনাফার উপর কী প্রভাব হবে ?

ক. নিট মুনাফার কোন পরিবর্তন হবে না
খ. নিট মুনাফা ৯,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
গ. নিট মুনাফা ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
ঘ. নিট মুনাফা ৪,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

১০-৩. গ-এর উৎপাদন বন্ধ করে এর সুযোগ-সুবিধা পণ্য-ক এর উৎপাদনে ব্যবহার করা হল। এতে স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধি না করেও ক এর উৎপাদন দ্বিগুণ হল। এতে নিট মুনাফার উপর কী প্রভাব পরবে ?

ক. নিট মুনাফা ২১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
খ. নিট মুনাফা ২১,০০০ টাকা হ্রাস পাবে
গ. নিট মুনাফা ৩৬,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
ঘ. নিট মুনাফা ১৭,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

১০-৪. পণ্য-গ এর বিক্রয়মূল্য যদি ৫০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা যায় এবং অন্যান্য তথ্যের যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তবে নিট মুনাফার উপর কী প্রভাব পরবে ?

ক. নিট মুনাফা ১০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
খ. নিট মুনাফা ১০,০০০ টাকা হ্রাস পাবে
গ. নিট মুনাফা ৬,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে
ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

১১. দি ঢাকা লিঃ কেবল একটি পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। নিচে আগামী বৎসরের বাজেট দেয়া হল :

	টাকা	টাকা
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	৭,৫০,০০০	
প্রত্যক্ষ মজুরি	৫,২০,০০০	
কারখানা উপরিব্যয় :		
পরিবর্তনশীল	৫,৬০,০০০	
স্থায়ী	৪,৩০,০০০	
বিক্রয় ও প্রশাসনিক :		
পরিবর্তনশীল	২,৪০,০০০	
স্থায়ী	৩২০,০০০	
	২৮,২০,০০০	

মুনাফা লক্ষ্য : ৳ ৬,০০,০০০

১১-১. বাজেটের মুনাফা অর্জনের জন্য মোট উৎপাদন ব্যয়ের উপর মার্ক আপ (Mark-up)-এর হার কত হবে?

ক. ৫১.৩২৭%
খ. ২৬.৫৪৮%
গ. ২১.২৭৬৫৯%
ঘ. কোনটি নয়।

১১.-২. বাজেটের মুনাফা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের উপর মার্ক আপ (Mark-up)-এর হার কত হবে ?

ক. ২৬.৫৪৮%

খ. ১৬৯.২৯%

গ. ২১.২৭৬৫৯%

ঘ. কোনটিই নয়।

১১-৩. বাজেটের মুনাফা অর্জনের জন্য পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপর মার্ক আপ (Mark-up) কত ?

ক. ১৬৯.২৯%

খ. ২৬.৫৪৮%

গ. ৬৫.২২%

ঘ. কোনটি নয়।

১১-৪. বাজেটের মুনাফা অর্জনের জন্য মোট ব্যয়ের উপর মার্ক আপ (Mark-up)-এর হার কত ?

ক. ২১.২৭৬৫৯%

খ. ২৬.৫৪৮%

গ. ৬৫.২১৭%

ঘ. কোনটি নয়।

- **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একজন হিসাববিদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. 'সকল ভবিষ্যৎ খরচই প্রাসঙ্গিক'। - মন্তব্য করুন।

৩. 'পরিহার্য ব্যয়ই পরিবর্তনশীল' - মন্তব্য করুন।

৪. 'ঘটনা', 'তথ্য' ও 'উপাত্তের' মাঝে পার্থক্য করুন।

৫. প্রাসঙ্গিক তথ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৬. বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত ?

৭. পণ্য বা বিভাগ বাদ দেয়ার সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত ?

৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমাবদ্ধ সম্পদের গুরুত্ব কী ?

৯. বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

১০. পরিবর্তনশীল ব্যয় ও সম্পূর্ণব্যয় এর ভিত্তি করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের সুবিধা আলোচনা করুন।

- **ব্যবহারিক সমস্যা**

১. ঢাকা লিঃ এর ২০,০০০ একক পণ্য তৈরি করার ক্ষমতা আছে। আগামী বৎসরের আয় বিবরণী নিচে দেয়া হল :

দফা	একক প্রতি	মোট ১০,০০০ একক
	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব	৮০.০০	৮,০০,০০০.০০
উৎপাদন ব্যয় :		
পরিবর্তনশীল	১০.০০	১,০০,০০০.০০
স্থায়ী	৩০.০০	৩,০০,০০০.০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৪০.০০	৪,০০,০০০.০০
মোট মুনাফা	৪০.০০	৪,০০,০০০.০০
বিক্রয় খরচ :		
পরিবর্তনশীল	৫.০০	৫০,০০০.০০
স্থায়ী	১৫.০০	১,৫০,০০০.০০
মোট বিক্রয় খরচ	২০.০০	২,০০,০০০.০০
নিট মুনাফা	২০.০০	২,০০,০০০.০০

প্রতিটি পণ্য ২০ টাকা হারে ৬,০০০ একক বিক্রয়ের একটি বিশেষ প্রস্তাব পাওয়া গেল। মনে করুন, এই বিক্রয় প্রস্তাবে বিক্রয় খরচের কোন পরিবর্তন হবে না। এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে নিট মুনাফার উপর এর প্রভাব কী হবে ?

২. বাংলাদেশ লিঃ ফুটবল তৈরি করে। কোন বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণের পূর্বে আগামী বৎসরের আয় বিবরণী নিচে দেয়া হল :

দফা	একক প্রতি	মোট
	টাকা	টাকা
বিক্রয়	২০০.০০	৮০,০০,০০০
বিক্রিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়	১৬০.০০	৬৪,০০,০০০
মোট মুনাফা	৪০.০০	১৬,০০,০০০
বিক্রয় খরচ	১৫.০০	৬,০০,০০০
মুনাফা	২৫.০০	১০,০০,০০০

উপরের আয় বিবরণীতে ২৪,০০,০০০ টাকা স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় এবং ২,০০,০০০ টাকা স্থায়ী বিক্রয় খরচ অন্তর্ভূক্ত আছে।

কোম্পানি চলতি বৎসরে ১২৫ টাকা হারে ২০,০০০ ফুটবল বিক্রয়ের একটি ফরমায়েশ পায়। এর জন্য বিক্রয় খরচের কোন পরিবর্তন হবে না। এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে নিট মুনাফার উপর কী প্রভাব পরবে ?

৩. একটি প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রমাণ উৎপাদন ব্যয় কার্ড নিচে দেয়া হল :

	পণ্য - ক	পণ্য - খ
	টাকা	টাকা
কাঁচামাল (৳৫ কেজি হারে)	২৫.০০	১৫.০০
মজুরি - (ঘন্টা প্রতি ১০ টাকা হারে)	৩০.০০	৫০.০০
পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় :	৫৫.০০	৬৫.০০
বিক্রয়মূল্য	১০০.০০	১২৫.০০
একক প্রতি দত্তাংশ	৪৫.০০	৬০.০০
স্থায়ী ব্যয় :		
উৎপাদন	৳ ৫০০,০০০	
প্রশাসনিক ও বিক্রয়	২,০০,০০০	
	৭,০০,০০০	
বাজারের চাহিদা	৮,০০০ একক	১০,০০০ একক
সীমাবদ্ধ সম্পদ :		
শ্রম ঘন্টা :	৬০,০০০ ঘন্টা	

কোন পণ্য কত একক তৈরি করলে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যাবে ?

৪. পুরবী প্রেসের ১৯৯৭ সালের বাজেট নিচে দেওয়া হল :

		টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব			২০,০০,০০০
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	:	৩,৬০,০০০	
প্রত্যক্ষ শ্রম	:	৬,৪০,০০০	
উপরিব্যয়	:	৮,০০,০০০	
			১৮,০০,০০০
			২,০০,০০০

প্রেসটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ নীতি হল :

বিক্রয়মূল্য =কাঁচামাল + শ্রম + শ্রমের ১২৫% হারে উপরিব্যয় + মোট ব্যয়ের ১/৯ অংশ মুনাফা

বিক্রয় ব্যবস্থাপক একটি কাজের জন্য ৪০,০০০ টাকা দাবী করে। এ কাজের জন্য ৭,২০০ টাকার কাঁচামাল, ১২,৮০০ টাকার শ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গ্রাহক কোন মতেই ৩৫,৬০০ টাকার বেশি দিতে রাজী নয়। এই কাজটি গ্রহণ করলে বৎসরের মোট বিক্রয় হবে ২,৪০,০০০ টাকা।

বিক্রয় ব্যবস্থাপকের মন্তব্য হল এ কাজটি গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের লাভ তো হবেই না, বরঞ্চ ৪০০ টাকা লোকসান হবে।

প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক স্থায়ী উপরিব্যয় হলো : ৩,২০,০০০ টাকা। ফরমায়েশটি গ্রহণ করা উচিত কি?

৫. একটি প্রতিষ্ঠানে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট আয় বিবরণী নিচে দেয়া হল :

পণ্য	ক		খ		গ		মোট
	একক প্রতি	মোট ১০,০০০	একক প্রতি	মোট ১০,০০০	একক প্রতি	মোট ১০,০০০	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব :	৫০.০০	৫,০০,০০০	৪০.০০	৪,০০,০০০	৩০.০০	৩,০০,০০০	১২,০০,০০০
উৎপাদন ব্যয়							
কাঁচামাল	২৫.০০	২,৫০,০০০	১০.০০	১,০০,০০০	৬.০০	৬০,০০০	৪,১০,০০০
শ্রম	১০.০০	১,০০,০০০	৫.০০	৫০,০০০	৫.০০	৫০,০০০	২,০০,০০০
উপরিব্যয়	২০.০০	২,০০,০০০	১০.০০	১,০০,০০০	১০.০০	১,০০,০০০	৪,০০,০০০
মোট মুনাফা	(৫.০০)	(৫০,০০০)	১৫.০০	১,৫০,০০০	৯.০০	৯০,০০০	১,৯০,০০০
প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরিব্যয়	৪.০০	৪০,০০০	৪.০০	৪০,০০০	৪.০০	৪০,০০০	১,২০,০০০
নিট মুনাফা (লোকসান)	(৯.০০)	(৯০,০০০)	১১.০০	১,১০,০০০	৫.০০	৫০,০০০	৭০,০০০

উৎপাদন উপরিব্যয় শ্রমের ২০০% হারে প্রয়োগ করা হয়। উৎপাদন উপরিব্যয়ের অর্ধেক স্থায়ী। প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরিব্যয় সম্পূর্ণই স্থায়ী এবং উৎপাদিত ও বিক্রীত পণ্য এককের ভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্যের মাঝে বন্টন করা হয়।

ব্যবস্থাপকগণ পণ্য - ক টি বাদ দেয়ার কথা ভাবছেন। পণ্যটির উৎপাদন স্থগিত করা উচিত হবে কি ?

পাঠ -২ : প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-২
(Relevant Information and Decision Making-2)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- কতগুলি বিশেষ ব্যয় ধারণা যেমন, সুযোগ ব্যয়, বাস্তব ব্যয়, পার্থক্য ব্যয় ও বর্দ্ধিত ব্যয় এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- উৎপাদিত পণ্যের অংশ বিশেষের ক্রয় অথবা উৎপাদন সিদ্ধান্তের জন্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- যৌথ পণ্যের বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ করা উচিত হবে কি না সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য তৈরি করতে পারবেন
- অকেজো মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের পার্থক্য করতে পারবেন
- যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন
- নিরপেক্ষ বিন্দু নির্ধারণ করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

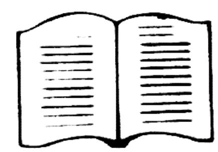

গত পাঠে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত যেমন, (ক) বিশেষ বিক্রয় ফরমায়েশ গ্রহণ, (খ) কোন পণ্য বা বিভাগ বাদ দেয়া, (গ) সীমাবদ্ধ সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, এবং (ঘ) বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পাঠে আমরা আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত, যেমন, (১) উৎপাদিত পণ্যের অংশ বিশেষ ক্রয় অথবা উৎপাদন, (২) যৌথ পণ্যের আরও প্রক্রিয়াকরণ, (৩) অকেজো মজুত পণ্যের ব্যবস্থাকরণ এবং (৪) যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপন নিয়ে আলোচনা করবো। এছাড়াও, প্রতি ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক তথ্য কী হবে তাও আলোচনা করা হবে। সরাসরি আলোচনার যাবার পূর্বে আমাদের কতগুলি ব্যয় ধারণা (Cost Concept) সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। তাই, নিচে প্রথমেই কয়েকটি ধারণা আলোচনা করা হল :

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

> কোন উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ দত্তাংশ প্রাপ্তি বাতিল করা হয়, তাই গৃহীত পদক্ষেপের সুযোগ ব্যয়।

একাধিক বিকল্প (Alternative) এর মধ্যে থেকে একটি বিকল্প গ্রহণে, বাতিল করা বিকল্পগুলির মধ্যে যেটির মূল্য বা দত্তাংশ সর্বোচ্চ, সেই সর্বোচ্চ মূল্য বা দত্তাংশই হচ্ছে গৃহীত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ দত্তাংশ প্রাপ্তি বাতিল করা হয়, তাই গৃহীত পদক্ষেপের সুযোগ ব্যয়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সুযোগ ব্যয়ের জন্য কোন নগদান পরিশোধ করা হয় না। এটা শুধুমাত্র একটি আনুমানিক সংখ্যা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকুরী অথবা একটি করপোরেশনের চীফ্ একাউন্ট্যান্টের চাকুরী না নিয়ে নিজস্ব পেশায় যোগদান করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে মাসে ১৬,০০০ টাকা এবং চীফ্ একাউন্ট্যান্ট হিসাবে মাসে ২৫,০০০ টাকা বেতন পেতেন। এখন, তাঁর পেশার যোগদানের মাসিক সুযোগ ব্যয় হল ২৫,০০০ টাকা

বাস্তব ব্যয় বা নগদ ব্যয় (Outlay Cost)

> নগদ পরিশোধ বা সম্পদ হস্তান্তর বা হিসাব লিখার মাধ্যমে যে ব্যয় সংঘটিত হয় তাকে বাস্তব ব্যয় বলা হয়।

আনুমানিক ব্যয় বা সুযোগ ব্যয়ের থেকে ভিন্ন, নগদ পরিশোধ বা সম্পদ হস্তান্তর বা হিসাব লিখার মাধ্যমে যে ব্যয় সংঘটিত হয় তাকে বাস্তব ব্যয় (Outlay Cost) বলা হয়।

পার্থক্য ব্যয় (Differential Costs)

> দু'টি বিকল্পের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে 'পার্থক্য ব্যয়' বলা হয়।

দু'টি বিকল্পের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে 'পার্থক্য ব্যয়' বলা হয়। অনেকে একে বর্দ্ধিত ব্যয় (Incremental Cost) বা হ্রাসকৃত ব্যয় (Decremental Cost) বলেন। অর্থনীতিবিদগণ পার্থক্য ব্যয়কে প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) বলে থাকেন। এই ব্যয় অতিরিক্ত এককের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করে থাকে।

উৎপাদন অথবা ক্রয় সিদ্ধান্ত (Make or Buy Decision)

অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থাকে, অনেক শ্রমিকও কাজের অভাবে অলস থাকে।

অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থাকে, অনেক শ্রমিকও কাজের অভাবে অলস থাকে। এ অবস্থাতে ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের বাইরের থেকে পণ্য ক্রয় না করে প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই পণ্য তৈরির প্রচেষ্টা করে থাকেন। আবার ঠিক উল্টোও হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে পণ্য তৈরি না করে বাজারে থেকেও পণ্য ক্রয় করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর এ সিদ্ধান্তের প্রভাব কী তা নির্ধারণ করতে হয়। যদিও মুনাফার উপর প্রভাবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবু নিচের বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হয় :

- বাইরের সরবরাহকারীর পণ্যের মান বা গুণ
- বাইরের সরবরাহকারীর পণ্য সরবরাহের সময়সূচী
- বাইরের সরবরাহ গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের চাকুরীর অবস্থা কী হবে ?
- বাইরের সরবরাহকারী কোন দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে প্রবেশ করবে কিনা?

''উৎপাদন অথবা ক্রয়'' সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় উভয় বিকল্পের প্রাসঙ্গিক ব্যয় ও রাজস্ব তুলনা করতে হবে।

প্রতিষ্ঠান যদি দক্ষতার সাথে পণ্য প্রস্তুত করতে পারে, তবে প্রতিষ্ঠান সরবরাহকারীকে মুনাফা না দিয়ে নিজের মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, সরবরাহকারীর অনেক হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে পারে। অতএব, ''উৎপাদন অথবা ক্রয়'' সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় উভয় বিকল্পের প্রাসঙ্গিক ব্যয় ও রাজস্ব তুলনা করতে হবে। এই দুটি বিকল্পের তুলনামূলক প্রাসঙ্গিক ব্যয় নিচে দেয়া হল :

উৎপাদন	বাইরে থেকে ক্রয়
১. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় (Direct Raw Materials)	১. ক্রয়মূল্য (Purchase Price)
২. প্রত্যক্ষ মজুরি (Direct Wages)	২. আনয়ন ভাড়া (Carriage Inward)
৩. পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয় (Variable Factory Overheads)	৩. তদন্ত ব্যয় (Inspection Fees)
৪. অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হলে তার অংশ	৪. বীমা খরচ (Insurance Premium)
	৫. ফরমায়েশ দান খরচ (Order Placing Cost)
	৬. অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিকল্প ব্যবহারের সুবিধা; যেমন, ভাড়া বা নতুন পণ্যের দত্তাংশ (Advantage from unused Machines)

স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় অপরিহারযোগ্য বিধায় এটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়।

স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় অপরিহারযোগ্য (Unavoidable) বিধায় এটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপকদের আরও দুইটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। বিষয় দু'টি হলো :

ক. বাইরের কোন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলে গ্রাহকগণ পণ্য গ্রহণে আপত্তি করতে পারেন। এতে বিক্রয় হ্রাস পেতে পারে।

খ. হঠাৎ করে যন্ত্রাংশ প্রতিষ্ঠানে তৈরি শুরু করলে, বর্তমানের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যতের সংকটকালে সাহায্য করতে নাও আসতে পারে।

উদাহরণ :

এইচ. টি. কোম্পানি এর মাইক্রোওয়েভ আভেনে ব্যবহারের জন্য মাসিক ৭,০০০ একক সময় নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রাংশ তৈরি করে। এই যন্ত্রাংশের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নিচে দেয়া হল :

	টাকা
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	৩০.২০
প্রত্যক্ষ মজুরি	৪০.৪০
পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয়	৬.০০
স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় (ইচ্ছাধীন)	১৩.০০
স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় (বন্টিত)	২৫.০০
মোট ব্যয়	১১৪.৬০

কোম্পানি প্রতিটি যন্ত্রাংশ ৯০.৭৫ টাকা হারে বাইরের থেকে ক্রয় করার প্রস্তাব বিবেচনা করছে। বাইরের থেকে ক্রয় করলে ইচ্ছাধীন স্থায়ী উপরিব্যয় সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা যাবে। এ পরিস্থিতিতে কারখানার স্থানটি গুদাম হিসাবে ব্যবহার করে মাসে ২১,০০০ টাকা গুদাম ভাড়া সাশ্রয় করা যাবে।

কোম্পানির কি বাইরের থেকে যন্ত্রাংশ ক্রয় করা উচিত ?

সমাধান :

বাইরের থেকে ক্রয়ের প্রাসঙ্গিক ব্যয় :

ক্রয়মূল্য : ৳ (৯০.৭৫ × ৭,০০০) =	৳ ৬,৩৫,২৫০
বাদ: কারখানা গুদাম হিসেবে ব্যবহারের সাশ্রয় :	২১,০০০
মোট প্রাসঙ্গিক ব্যয় :	৳ ৬,১৪,২৫০

প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতের প্রাসঙ্গিক ব্যয়

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	৳ (৩০.২০ × ৭,০০০) =	৳২,১১,৪০০
প্রত্যক্ষ মজুরি	(৪০.৪০ × ৭,০০০) =	২,৮২,৮০০
পরিবর্তনশীল	(৬.০০ × ৭,০০০) =	৪২,০০০
ইচ্ছাধীন স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয়	(১৩.০০ × ৭,০০০) =	৯১,০০০
		৳ ৬,২৭,২০০

যন্ত্রাংশ প্রতিষ্ঠানে তৈরি করা হোক বা বাইরের থেকে ক্রয় করা হোক, প্রতিষ্ঠানের বন্টিত স্থায়ী উপরিব্যয় হবেই। এজন্য এই ব্যয় এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ দুটি বিকল্পের মধ্যে যে ব্যয় ভিন্ন হয়, সেটিই প্রাসঙ্গিক ব্যয়।

বাইরের থেকে ক্রয়ের প্রাসঙ্গিক ব্যয় :	৳ ৬,১৪,২৫০
প্রতিষ্ঠানে তৈরির প্রাসঙ্গিক ব্যয় :	৬,২৭,২০০
প্রতিষ্ঠানে তৈরিতে অতিরিক্ত ব্যয়	৳ (১২,৯৫০)

সুতরাং, যন্ত্রাংশটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে ক্রয় করাই কোম্পানির জন্য লাভজনক হবে।

অনুশীলন

উৎপাদন অথবা ক্রয় সিদ্ধান্তে রাজস্ব, ব্যয় ও আয় সম্পর্কিত তথ্য ছাড়াও অন্য কী কী বিষয় কেমন প্রভাব ফেলতে পারে ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।

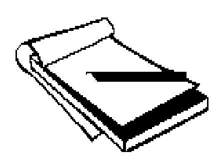

যৌথ পণ্যের বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ
(Additional or Further Processing of Joint Product)

একই প্রক্রিয়ায় একই কাঁচামাল, শ্রম ও উপরিব্যয়ে যদি একই সাথে দুই বা ততোধিক পণ্য উৎপাদিত হয়, তবে ঐ প্রক্রিয়াকে যৌথ প্রক্রিয়া (Joint Process) এবং পণ্যগুলিকে যৌথ পণ্য (Joint Product) বলে। এখানে একটি তথ্য জেনে রাখা ভাল, যৌথ পণ্যগুলির মাঝে যদি কোনটির মূল্য তুলনামূলকভাবে নগণ্য হয়, তখন তাকে উপজাত পণ্য (By-product) বলা হয়। নিচে যৌথ পণ্যের উদাহরণ দেয়া হল :

> একই প্রক্রিয়ায় একই কাঁচামাল, শ্রম ও উপরিব্যয়ে যদি একই সাথে দুই বা ততোধিক পণ্য উৎপাদিত হয়, তবে ঐ প্রক্রিয়াকে যৌথ প্রক্রিয়া এবং পণ্যগুলিকে যৌথ পণ্য বলে।

ক. সাবান ও গ্লিসারিন
খ. সোডা, ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন
গ. কোক, আলকাতরা, বেনজল ইত্যাদি।

নিচে যৌথ প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে যৌথ পণ্য হয়, তা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল :

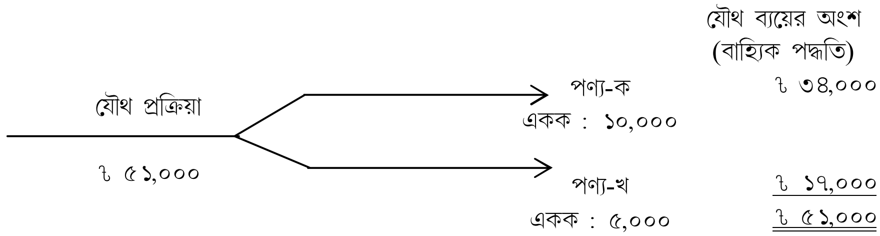

এখানে প্রধান সমস্যা হলো, যৌথ পণ্যকে বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে, নাকি পৃথকীকরণ বিন্দুতেই বিক্রয় করে দেয়া উচিত হবে। কিসের ভিত্তিতে একজন ব্যবস্থাপক এ সিদ্ধান্ত নিবেন ? এখানে কী পণ্যের মোট উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবেন, না অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিবেন ?

এখানে,

যৌথ প্রক্রিয়া-ব্যয় : সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক

কারণ, অতীত ব্যয় (Past Costs) সম্পূর্ণ ডুবন্ত (Sunk)। তাই, অতীত ব্যয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অপ্রাসঙ্গিক।

> যৌথ পণ্যকে বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে কিনা, তা নির্ধারণ করতে হবে বাড়তি প্রক্রিয়াকরণের ব্যয় এবং বাড়তি রাজস্বের উপর ভিত্তি করে।

যৌথ পণ্যকে বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে কিনা, তা নির্ধারণ করতে হবে বাড়তি প্রক্রিয়াকরণের ব্যয় এবং বাড়তি রাজস্বের উপর ভিত্তি করে। যখন দেখা যাবে, বাড়তি রাজস্ব বাড়তি প্রক্রিয়াকরণের ব্যয় থেকে বেশি, তখন বাড়তি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় অন্যথায় নয়।। এতেই কোম্পানির মুনাফা সর্বাধিক হবে। এবার আসুন, একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেই।

উদাহরণ :

একটি যৌথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক, খ, ও গ নামে তিনটি পণ্য তৈরি হয়। প্রত্যেকটি পণ্যই পৃথকীকরণ বিন্দুতে বিক্রয় করা যায়, অথবা বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ (Further Processing) করা যায়। বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় সাধারণত পরিবর্তনশীল। ১৯৯৬ সালের যৌথ প্রক্রিয়া ব্যয় ৳২৫,০০০। অন্যান্য তথ্য নিচে দেয়া হল।

যৌথ পণ্য	পৃথকীকরণ বিন্দুতে বিক্রয়মূল্য	উৎপাদিত একক	বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ	
			অতিরিক্ত ব্যয়	বাড়তি প্রক্রিয়ার পর বিক্রয় মূল্য
	টাকা		টাকা	টাকা
ক	২২,৫০০	১০,০০০	১০,০০০	৩০,০০০
খ	৩৭,৫০০	৭,৫০০	১০,০০০	৪৯,০০০
গ	১৫,০০০	৭,৫০০	৯,০০০	৩১,০০০
মোট	৭৫,০০০	২৫,০০০	২৯,০০০	১,১০,০০০

প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য কোন কোন পণ্যের বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ করা উচিত?

সমাধান :

পণ্য	বাড়তি প্রক্রিয়ার পর বিক্রয় মূল্য	পৃথকীকরণ বিন্দুতে বিক্রয় মূল্য	বাড়তি বিক্রয় মূল্য	বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ ব্যয়	বাড়তি মূল্য ও ব্যয়ের পার্থক্য	বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে কিনা
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
ক	৩০,০০০	২২,৫০০	৭,৫০০	১০,০০০	(২,৫০০)	না
খ	৪৯,০০০	৩৭,৫০০	১১,৫০০	১০,০০০	১,৫০০	হ্যাঁ
গ	৩১,০০০	১৫,০০০	১৬,০০০	৯,০০০	৭,০০০	হ্যাঁ

কেবল যৌথ পণ্যের বেলায় নয়, সকল পণ্যের বেলায়ই একই নীতি প্রযোজ্য। যেমন, বস্ত্রকলে- তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় তৈরি হয়। কোম্পানি ইচ্ছা করলে কাপড় তৈরি না করে সুতাও বাজারে বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে পূর্বের নীতির ভিত্তিতে। যদি, সুতার বিক্রয়মূল্য এবং কাপড়ের বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যের চেয়ে সুতা থেকে কাপড় তৈরির খরচ বেশি হয়, তখন অবশ্য সুতা থেকে কাপড় তৈরি না করে সরাসরি সুতা বিক্রয় করে দেওয়া লাভজনক হবে।

অনুশীলন

যৌথ পণ্য ও উপজাত পণ্যের পার্থক্য লিখুন এবং তিনটি করে উদাহরণ দিন।

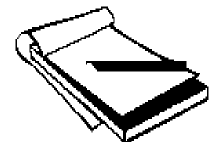

গুদামে অকেজো পণ্য (Obsolete Stock in Godown)

অনেক সময় দেখা যায় যে, গুদামে বহু দিনের পুরাতন পণ্য জমা রয়েছে। বর্তমানে এদের কোন বাজার নেই। এই পণ্যকে নষ্ট পণ্য (Scrap) হিসেবে নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করা যেতে পারে অথবা এই পণ্যকে পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের পর অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, ব্যবস্থাপকগণ কখন পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত নিবেন। যখন বাড়তি বিক্রয়মূল্য পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে, তখনই শুধু পুনঃ প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। অন্যথায় নয়। আসুন, একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেই।

যখন বাড়তি বিক্রয়মূল্য পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে, তখনই শুধু পুনঃ প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। অন্যথায় নয়।

উদাহরণ :

মনে করুন, গুদামে প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০০ টি যন্ত্রাংশ পরে আছে। বর্তমানে এদের কোন বাজার নেই। নষ্ট পণ্য হিসেবে প্রতিটি ৫ টাকা করে বিক্রয় করা যায়। অন্যথায় ১০০ টি যন্ত্রাংশের সংশোধনের জন্য আরও ৩,০০০ টাকা ব্যয় করে সবগুলি যন্ত্রাংশ ৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা যায়। যন্ত্রাংশগুলির সংশোধন করা উচিত হবে কি ?

সমাধান :

গুদামে রক্ষিত ১০০ টি যন্ত্রাংশের উৎপাদন ব্যয় : ৳ (১০০ × ১০০) = ৳ ১০,০০০

যেহেতু যন্ত্রাংশের এই উৎপাদন ব্যয় অতীতের ব্যয়, এজন্য বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক।

বর্তমান বিক্রয় মূল্য : ৳ (১০০ × ৫) = ৳ ৫০০

∴ বাড়তি বিক্রয় মূল্য :	=	৳ (৫,০০০ - ৫০০)
	=	৳ ৪,৫০০
বাড়তি সংশোধনী খরচ	=	৩,০০০
সংশোধনের ফলে নিট মুনাফা		৳ ১,৫০০

সুতরাং, যন্ত্রাংশগুলি সংশোধন করে বিক্রয় করা উচিত।

যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপন (Replacemet of Machines)

অনেক সময় ব্যবস্থাপকগণ নতুন মেশিন দিয়ে পুরাতন মেশিন বদলানোর সমস্যার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্ধারণেও সমস্যা দেখা দেয়। ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণে নিচের নীতি অনুসরণ করা যায়।

অনেক সময় ব্যবস্থাপকগণ নতুন মেশিন দিয়ে পুরাতন মেশিন বদলানোর সমস্যার সম্মুখীন হন।

পুরাতন যন্ত্র		**নতুন যন্ত্র**	
দফা	প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক	দফা	প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক
মূল ক্রয়মূল্য	অপ্রাসঙ্গিক	ক্রয়মূল্য	প্রাসঙ্গিক
অবচয়	অপ্রাসঙ্গিক	রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা ব্যয়	প্রাসঙ্গিক
লিখিত মূল্য (Book Value)	অপ্রাসঙ্গিক	ভবিষ্যৎ বিক্রয় মূল্য	প্রাসঙ্গিক
বিক্রয় মূল্য (বর্তমান)	প্রাসঙ্গিক		
রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা ব্যয়	প্রাসঙ্গিক		
ভবিষ্যৎ বিক্রয় মূল্য	প্রাসঙ্গিক		

উদাহরণ :

একটি পুরাতন যন্ত্র এবং যন্ত্রটি পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেওয়া হল :

	পুরাতন যন্ত্র	পুনঃস্থাপিত যন্ত্র
মূল ক্রয়মূল্য (Orginal Cost)	৳ ৪০,০০০	৳ ৩০,০০০
অর্থনৈতিক জীবনকাল (Economic Life)	১০ বৎসর	৪ বৎসর
ব্যবহৃত বৎসর	৬	০
পুঞ্জীভূত অবচয় (Accumulated Depreciation)	৳ ২৪,০০০	শূন্য
লিখিত মূল্য (Book Value)	৳ ১৬,০০০	নাই
বর্তমান বিক্রয়মূল্য	৳ ৫,০০০	নাই
চার বৎসর পর বিক্রয়মূল্য	০	০
বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা খরচ	৳ ১০,০০০	৳ ৫,০০০

যন্ত্রটি পুনঃস্থাপন করা উচিত হবে কি ? [আয়কর ও অর্থের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করতে হবে না]

সমাধান :

প্রাসঙ্গিক আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী (পার্থক্য ব্যয় ভিত্তিতে)

চার বৎসর এক সাথে

বিবরণ	**পুরাতন যন্ত্র** টাকা	**পুনঃস্থাপন** টাকা	**পার্থক্য** টাকা
চার বৎসরের রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা খরচ	৪০,০০০	২০,০০০	+২০,০০০
বর্তমান বিক্রয় মূল্য	০	−৫,০০০	+৫,০০০
নতুন যন্ত্রের ক্রয়মূল্য	০	৩০,০০০	−৩০,০০০
	৪০,০০০	৪৫,০০০	−৫,০০০

যদি যন্ত্রটি পুনঃস্থাপন করা না হয় এবং পুরাতন যন্ত্রই ব্যবহার করা হয়, তাহলে পুরাতন যন্ত্রের বর্তমান বিক্রয় মূল্য বিবেচনা করা হবে না। এজন্য পুরাতন যন্ত্রের ক্ষেত্রে বর্তমান বিক্রয় মূল্য ০ (শূন্য) হয়েছে। কিন্তু পুনঃস্থাপন করা হলে পুরাতন যন্ত্রটি বিক্রয় করে ৫,০০০ টাকা পাওয়া যাবে, যা পুনঃস্থাপনের ব্যয় ৫,০০০ টাকা হ্রাস করবে। এজন্য, পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিক্রয় মূল্য বাবদ × ৫,০০০ টাকা লেখা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, চার বৎসরে পুরাতন যন্ত্রের জন্য ব্যয় হবে ৪০,০০০ টাকা, কিন্তু পুনঃস্থাপনে ব্যয় হবে ৪৫,০০০ টাকা। সুতরাং, যন্ত্রটি পুনঃস্থাপন করা উচিত হবে না।

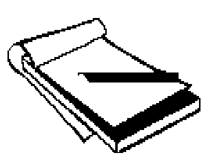

অনুশীলন

উপরের উদাহরণে পুনঃস্থাপনকৃত মেশিনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা খরচ ৩,০০০ টাকা হলে এবং পুরাতন যন্ত্রের বর্তমান বিক্রয়মূল্য ২,০০০ টাকা হলে সিদ্ধান্ত কী হবে ?

নিরপেক্ষ বিন্দু (Point of Indifference)

অনেক সময় দেখা যায়, একটি পণ্য তৈরি করার জন্য একাধিক বিকল্প প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনকারী সব সময় চাইবেন হ্রাসকৃত ব্যয়ে পণ্য তৈরি করতে। আবার এমনও দেখা যায়, একেক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য একেক প্রক্রিয়া প্রযোজ্য। অর্থাৎ, ১০,০০০ একক পর্যন্ত উৎপাদন যে প্রক্রিয়ায় করা যাবে, তার চেয়ে বেশি উৎপাদনের জন্য ভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। এ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপকগণকে সাহায্য করার জন্য নিচের তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন :

ক. প্রতিযোগী বা বিকল্প প্রক্রিয়াগুলির উপযোগী উৎপাদন ক্ষমতা বা বিক্রয় পরিসর।

খ. বিকল্প প্রক্রিয়াগুলির মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ বিন্দু। অর্থাৎ, কী পরিমাণ উৎপাদন বা বিক্রয় করা হলে বিকল্প প্রক্রিয়ায় একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

এই তথ্য দেওয়ার জন্য বিকল্প প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত রাজস্ব, ব্যয় ও উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্য প্রয়োজন হবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে সমস্যাটি ব্যাখ্যা করলে বুঝতে সহজতর হবে।

উদাহরণ :

একটি পণ্য তৈরি করতে নিচে বর্ণিত দু'টি প্রক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে :

	প্রক্রিয়া-১	*প্রক্রিয়া-২*
একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়	৳ ১২	৳ ১১
স্থায়ী ব্যয়	৳ ৬,০০,০০০	৳ ১০,০০,০০০
একক প্রতি বিক্রয় মূল্য	৳ ১৫	৳ ১৫

আবশ্যক :

ক. প্রক্রিয়াগুলির সমতুল বিন্দু
খ. প্রক্রিয়া দু'টির নিরপেক্ষ বিন্দু
গ. উপযোগী বিক্রয় পরিসর

সমাধান :

১. সমতুল বিন্দু (একক) : (স্থায়ী ব্যয় ÷ একক প্রতি দত্তাংশ)

প্রক্রিয়া - ১	*প্রক্রিয়া - ২*
৬,০০,০০০ ÷(১৫-১২)	১০,০০,০০০ ÷ (১৫-১১)
= ৬,০০,০০০ ÷ ৩	= ১০,০০,০০০ ÷ ৪
= ২,০০,০০০	= ২,৫০,০০০

২. নিরপেক্ষ বিন্দু নির্ণয় :

মনে করি, নিরপেক্ষ বিন্দু : x (একক)

অর্থাৎ, x একক উৎপাদনে প্রক্রিয়া-১ ও প্রক্রিয়া-২ এর মোট খরচ সমান হবে।

মোট খরচ :

প্রক্রিয়া - ১ : ৬০০,০০০ + ১২x

প্রক্রিয়া - ২ : ১০,০০,০০০ + ১১x

নিরপেক্ষ বিন্দুতে দু'টি প্রক্রিয়ায় মোট ব্যয় সমান হবে। অর্থাৎ,

প্রক্রিয়া-১ এর মোট খরচ = প্রক্রিয়া-২ এর মোট খরচ

বা, ৬,০০,০০০ + ১২x = ১০,০০,০০০ + ১১x

∴ ১২x - ১১x = ১০,০০,০০০ - ৬,০০,০০০

∴ x = ৪,০০,০০০ (একক)

বিকল্প সমাধান :

নিরপেক্ষ বিন্দু (একক)=স্থায়ী ব্যয়ের পার্থক্য ÷একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পার্থক্য

= ৳ (১০,০০,০০০ - ৬,০০,০০০) ÷ ৳ (১২ - ১১)

= (৪,০০,০০০ ÷ ১) = ৪,০০,০০০ একক

৩. সমতুল বিন্দুর পর থেকে উৎপাদন ও বিক্রয়ে মুনাফা অর্জিত হয়। প্রক্রিয়া-১ এ সমতুল বিন্দু ২,০০,০০০ একক। প্রক্রিয়া -১ এ ২,০০,০০০ একক পরবর্তী উৎপাদন ও বিক্রয়ের মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু প্রক্রিয়া-২ এর সমতুল বিন্দু ২,৫০,০০০ একক হওয়ায়, ২,৫০,০০০ একক উৎপাদন ও বিক্রয়ের পর থেকে মুনাফা অর্জন শুরু হবে। যেহেতু প্রক্রিয়া-২ এ একক প্রতি দত্তাংশ (৪ টাকা), প্রক্রিয়া-১ এর একক প্রতি দত্তাংশ (৩

টাকা) থেকে বেশি, এজন্য প্রক্রিয়া-২ এ মুনাফা অর্জন পরে শুরু হলেও যতই বিক্রয় বাড়বে, ততই দ্রুত প্রক্রিয়া-২ এর মুনাফা বাড়বে। নিরপেক্ষ বিন্দুতে (৪,০০,০০০ একক) এই দুই প্রক্রিয়ায় মুনাফা সমান হবে। এরপর প্রক্রিয়া-২ বেশি লাভজনক হবে। সুতরাং,

উপযোগী বিক্রয় পরিসর :

প্রক্রিয়া-১	:	সমতুল বিন্দু থেকে নিরপেক্ষ বিন্দু পর্যন্ত
		২,০০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ একক পর্যন্ত
প্রক্রিয়া-২	:	নিরপেক্ষ বিন্দু থেকে উপরে
	=	৪,০০,০০০ একক থেকে উপরের যে কোন সীমা

উপরের উদাহরণে দুটি প্রক্রিয়ার পণ্যেরই বিক্রয় মূল্য সমান, এজন্য মোট খরচকে বিবেচনা করে সমীকরণ ব্যবহার করে নিরপেক্ষ বিন্দু নির্ণয় করা হয়েছে। যেহেতু, দুটি প্রক্রিয়ার থেকে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তা একই এবং এর মূল্য বাজারেই নির্ধারিত হয়, এজন্য দুটি ক্ষেত্রেই বিক্রয় মূল্য সমান। যদি দুটি প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন মান (Quality) সম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়, সেক্ষেত্রে দুটি পণ্যের বাজার মূল্যও ভিন্ন হতে পারে। বিক্রয় মূল্য যদি ভিন্ন হয়, তাহলে x একককে নিরপেক্ষ বিন্দু ধরে, দুই প্রক্রিয়ায় x এককের জন্য মুনাফার পরিমাণকে সমান ধরে নিরপেক্ষ বিন্দু নির্ণয় করা হবে।

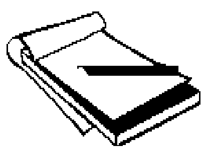

অনুশীলন

উপরের উদাহরণে প্রক্রিয়া-২ এর পণ্যের একক প্রতি বিক্রয় মূল্য ১৬ টাকা হলে নিরপেক্ষ বিন্দু কত হবে? উপযোগী বিক্রয় পরিসর ও সমতুল বিন্দুও নির্ণয় করুন।

(উত্তর : নিরপেক্ষ বিন্দু ২,০০,০০০ একক)

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

- **সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন**

১. বাতিল করা বিকল্পের সর্বোচ্চ দত্তাংশ বা মুনাফাই গৃহীত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়।

২. সুযোগ ব্যয় অবশ্যই নগদে পরিশোধ করতে হবে।

৩. সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) ও নগদ ব্যয় (Outlay Cost) সমার্থক।

৪. হিসাববিদের পার্থক্য ব্যয় (Differential Cost) এবং অর্থনীতিবিদের প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) সমার্থক।

৫. সকল প্রকারের স্থায়ী ব্যয় অপ্রাসঙ্গিক, কেবল পরিবর্তনশীল ব্যয়ই প্রাসঙ্গিক।

৬. 'উৎপাদন বা ক্রয়' সিদ্ধান্ত পণ্য উৎপাদনকারী ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সমভাবে প্রযোজ্য।

৭. পৃথকীকরণ বিন্দুতে বিক্রয় অথবা বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ সিদ্ধান্তে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা জানার জন্য যৌথ ব্যয়কে বিবেচনা করতে হবে।

৮. যন্ত্র পুনঃস্থাপনের সময় অতীত অবচয় অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক।

৯. স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্যকে লিখিতমূল্য (Book Value) বলা হয়।

১০. প্রাসঙ্গিক ব্যয় অবশ্যই ভবিষ্যৎধর্মী।

১১. সমতুল বিন্দু ও নিরপেক্ষ বিন্দু একই।

১২. ভবিষ্যৎ ব্যয় সব সময়ই প্রাসঙ্গিক।

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. সীমাবদ্ধ সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের আনুমানিক মূল্যকে বলা হয়
   ক. ডুবন্ত ব্যয়
   খ. সুযোগ ব্যয়
   গ. পার্থক্য ব্যয়
   ঘ. কোনটিই নয়।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপ্রাসঙ্গিক, অতীতে সংঘটিত ব্যয়কে বলা হয়
   ক. স্থায়ী ব্যয়
   খ. প্রত্যক্ষ ব্যয়
   গ. ডুবন্ত ব্যয়
   ঘ. কোনটিই নয়।

৩. ক্রয় অথবা উৎপাদনে কোনটি প্রাসঙ্গিক ব্যয় ?
   ক. প্রকৃত ব্যয়
   খ. ভবিষ্যৎ পরিবর্তনশীল ব্যয়
   গ. দু'টি বিকল্পের মাঝে পার্থক্য করার মত ভবিষ্যৎ ব্যয়
   ঘ. কোনটিই নয়।

৪. অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন পণ্য উৎপাদন করা যায়, যার বিক্রয়মূল্য .... থেকে বেশি।
   ক. স্থায়ী ব্যয়
   খ. পরিবর্তনশীল ব্যয়
   গ. স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয়
   ঘ. কোনটিই নয়।

৫. উৎপাদন অথবা ক্রয় সিদ্ধান্তে নিচের কোন ব্যয়টি অপ্রাসঙ্গিক ?
ক. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
খ. প্রত্যক্ষ মজুরি
গ. অপরিহারযোগ্য স্থায়ী ব্যয়
ঘ. পরিহারযোগ্য স্থায়ী ব্যয়।

৬. যে ব্যয়ের জন্য নগদান প্রদান করতে হয়, তাকে বলা হয়
ক. দৈব ব্যয় (Accidental Cost)
খ. ক্ষতিকারক ব্যয় (Detrimental Cost)
গ. সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)
ঘ. বাস্তব ব্যয় (Outlay Cost)।

৭. ভবিষ্যতে যে স্থায়ী ব্যয়কে পরিহার করা যাবে তাকে .... বলা হয়
ক. অপরিহারযোগ্য ব্যয়
খ. প্রাসঙ্গিক ব্যয়
গ. পুনঃস্থাপন ব্যয়
ঘ. ডুবন্ত ব্যয়।

৮. নিচের কোনটি যন্ত্র পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ?
ক. পুরাতন যন্ত্রের চালনা ব্যয়
খ. পুরাতন যন্ত্রের ক্রয়মূল্য
গ. পুরাতন যন্ত্রের বিক্রয়মূল্য
ঘ. নতুন যন্ত্রের ক্রয়মূল্য।

৯. ভবিষ্যৎ স্থায়ী ব্যয় হল,
ক. সব সময়ই অপ্রাসঙ্গিক
খ. সব সময়ই প্রাসঙ্গিক
গ. বিকল্পগুলির মাঝে যখন ভিন্নতর তখন প্রাসঙ্গিক
ঘ. বিকল্পগুলির মাঝে যখন ভিন্নতর তখন অপ্রাসঙ্গিক।

১০. দি ঢাকা লিঃ -এর একটি পণ্যের জন্য একটি যন্ত্রাংশ তৈরি করে। এই যন্ত্রাংশটির ৫,০০০ একক তৈরি করতে একক প্রতি ব্যয় হয় :

	টাকা
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল :	১২০.০০
প্রত্যক্ষ শ্রম :	২০০.০০
পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয় :	১৬০.০০
স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় :	৮০.০০
	৫৬০.০০

স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় অপরিহারযোগ্য।

১০-১. উৎপাদন ক্ষমতার কোন বিকল্প ব্যবহার হবে না মনে করে, এই যন্ত্রাংশটির জন্য দি ঢাকা লিঃ বাইরের কোন সরবরাহকারীকে একক প্রতি সবচেয়ে বেশি কত মূল্য দিতে রাজী হবে ?
ক. ৳ ৪৮০
খ. ৳ ৫৬০
গ. ৳ ৩২০
ঘ. ৳ ৩৬০।

১০-২. একজন সরবরাহকারী ৬০০ টাকা হারে বৎসরে ৫,০০০ একক যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে রাজী হল। দি ঢাকা লিঃ তার যন্ত্রাংশটি তৈরির সুযোগ সুবিধা বার্ষিক ৳ ৮,০০,০০০ তে ভাড়া দিতে পারে। এখানে দি ঢাকা লিঃ কে ....
ক. যন্ত্রাংশটি তৈরি করে একক প্রতি ৪০ টাকা করে সাশ্রয় করা উচিত
খ. যন্ত্রাংশটি ক্রয় করে একক প্রতি ১২০ টাকা করে সাশ্রয় করা উচিত
গ. যন্ত্রাংশটি ক্রয় করে একক প্রতি ৪০ টাকা করে সাশ্রয় করা উচিত
ঘ. কোনটিই নয়।

- **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. সুযোগ ব্যয় ও বাস্তব বা নগদান ব্যয়ের মাঝে পার্থক্য করুন।

২. ''অতীত ব্যয় সব সময়ই অপ্রাসঙ্গিক''- ব্যাখ্যা করুন

৩. ''সম্ভাব্য বিকল্পের একই পরিবর্তনশীল ব্যয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপ্রাসঙ্গিক''- আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত ?

৪. যৌথ পণ্য পৃথকীকরণ বিন্দুতে বিক্রয় অথবা বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ সিদ্ধান্তের সময় কোন্ কোন্ ব্যয় প্রাসঙ্গিক ?

৫. হিসাব তথ্যের বেলায় প্রাসঙ্গিকতা বলতে কী বুঝায় ?

- **ব্যবহারিক সমস্যা**

১. কোন এক কোম্পানি তার উৎপাদিত পণ্যের জন্য বৎসরে ১০,০০০ একক যন্ত্রাংশ তৈরি করে থাকে। এর ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ :

	টাকা
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল :	২০,০০০
প্রত্যক্ষ শ্রম :	৫৫,০০০
পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় :	৪৫,০০০
স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় :	৭০,০০০
	৳ ১,৯০,০০০

অপর একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিটি ১৮.০০ টাকা হারে ১০,০০০ একক যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে রাজী। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কোম্পানির অব্যবহৃত সুযোগ-সুবিধা বার্ষিক ১৫,০০০ টাকা হারে এক তৃতীয় পক্ষের নিকট ভাড়া দেয়া যায়। অধিকন্তু, একক প্রতি প্রয়োগ করা স্থায়ী ব্যয়ের ৪ টাকা পরিহার করা যাবে। প্রস্তাবটি গ্রহণ করা উচিত হবে কি?

২. একটি যৌথ পণ্যের ব্যয় প্রতিবেদন নিচে দেয়া হল :

	টাকা	
বন্টিত যৌথ ব্যয় :	৬.০০	(একক প্রতি)
পৃথকীকরণ বিন্দুর পর ব্যয় :	৪.০০	,,
একক প্রতি মোট ব্যয় :	১০.০০	,,

একক প্রতি বর্তমান বিক্রয়মূল্য ৫ টাকা। এই পণ্যটি পৃথকীকরণ বিন্দুতে একক প্রতি ১০.০০ টাকা করে বিক্রয় করা যায়। তাছাড়াও একক প্রতি ১.৫০ টাকা করে প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ সাশ্রয় করা যায়। পণ্যটি কি পৃথকীকরণ বিন্দুতে বিক্রয় করা উচিত ?

৩. দি বাংলাদেশ লিঃ ৩ বৎসর পূর্বে একটি ফটোকপিং মেশিন ৮০,০০০ টাকায় ক্রয় করে। বর্তমানে একজন বিক্রেতা ১,০০,০০০ টাকায় একটি নতুন মেশিন সরবরাহ করার প্রস্তাব দেয়। মেশিন দু'টির তুলনামূলক তথ্য নিচে দেয়া হল :

	পুরাতন মেশিন	নতুন মেশিন
মূল ক্রয়মূল্য (Original Cost)	৮০,০০০	১,০০,০০০
অর্থনৈতিক জীবনকাল (Economic Life)	৮ বৎসর	৫ বৎসর
অতিক্রান্ত বয়স	৩ বৎসর	০
পুঞ্জিভূত অবচয় (Accumulated Depreciation)	৩০,০০০	শূন্য
লিখিতমূল্য (Book Value)	৫০,০০০	এখনও ক্রয় করা হয়নি
বর্তমানে বিক্রয় মূল্য	১০,০০০	০
পাঁচ বৎসর পর বিক্রয় মূল্য	০	০
বার্ষিক পরিচালনা ব্যয় (Annual Operating Cost)	৪৫,০০০	২৫,০০০

পুরানো মেশিনটির পুনঃস্থাপন করা উচিত কি ?

৪. একটি প্রতিষ্ঠান বাজারের মন্দা অবস্থার কারণে ১৯৯৬ সালের শেষ তিনমাস (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) উৎপাদন বন্ধ রাখতে চায়। প্রতিষ্ঠানের হিসাববিদ নিচের প্রতিবেদনটি তৈরি করে :

	টাকা
রাজস্ব (তিনমাস) :	২১,৫০,০০০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় :	১৮,৫০,০০০
মোট মুনাফা	৩,০০,০০০
পরিচালনা খরচ	৭,২৫,০০০
প্রত্যাশিত লোকসান :	৪,২৫,০০০

বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ে ৪,০০,০০০ টাকা স্থায়ী ব্যয় অন্তর্ভুক্ত এবং পরিচালনা ব্যয়ে ৫,৫০,০০০ টাকা স্থায়ী ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসা বন্ধ রাখলে প্রতিষ্ঠান স্থায়ী ব্যয়ের ৭৫% অংশ পরিহার করতে পারে। কিন্তু বন্ধ করে পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে ৪৫,০০০ টাকা খরচ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির তিনমাসের জন্য ব্যবসা বন্ধ রাখা উচিত হবে কি ?

৫. একটি প্রতিষ্ঠান একটি নতুন পণ্য বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে। এ পণ্যটি তৈরির জন্য দু'টি প্রক্রিয়া [(ক) মূলধন বহুল, ও (খ) শ্রম বহুল] পাওয়া যাচ্ছে। প্রক্রিয়ার ভিন্নতার জন্য পণ্যের গুণাগুণের কোন তারতম্য হবে না। দু'টি প্রক্রিয়ায় উৎপাদন খরচ নিচে দেয়া হল:

	মূলধন বহুল প্রক্রিয়া		**শ্রম-বহুল প্রক্রিয়া**	
কাঁচামাল		৳ ৫.০০		৳ ৫.৬০
প্রত্যক্ষ শ্রম :	ঘন্টা প্রতি ১২.০০ টাকা হারে ০.৫ ঘন্টা	৬.০০	ঘন্টা প্রতি ৯ টাকা হারে ০.৮ ঘন্টা	৭.২০
পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় :	ঘন্টা প্রতি ৬ টাকা হারে	৩.০০	ঘন্টা প্রতি ৬ টাকা হারে	৪.৮০
		১৪.০০		১৭.৬০
স্থায়ী ব্যয়ের বৃদ্ধি	৳ ২৪,৪০,০০০		৳ ১৩,২০,০০০	

আকাঙ্খিত বিক্রয়মূল্য : ৳ ৩০.০০ / একক
বাৎসরিক বিক্রয় খরচ হবে ৳ ৫,০০,০০০ এবং একক প্রতি পরিবর্তনশীল বিক্রয় খরচ হবে ৳ ২.০০।

ক. প্রক্রিয়া দু'টির সমতুল বিন্দু বের করুন।
খ. প্রক্রিয়া দু'টির নিরপেক্ষ বিক্রয় বিন্দু বের করুন।
গ. প্রক্রিয়া দু'টির জন্য প্রাসঙ্গিক বিক্রয় পরিসর বের করুন।

- **উত্তরমালা**

পাঠ-১

সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন

১. মি, ২. স, ৩. স, ৪. মি, ৫. স, ৬. মি, ৭. মি, ৮. মি, ৯. মি, ১০. স, ১১. স, ১২. স, ১৩. মি, ১৪. স, ১৫. স।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. ক, ৬-১. গ, ৬-২. ক, ৬-৩. খ, ৬-৪. ক, ৭-১. ক, ৭-২. গ, ৭-৩. ক, ৮. ক, ৯. খ, ১০-১. খ, ১০-২. ক, ১০-৩, ক, ১০-৪, ক, ১১-১. ক, ১১-২. খ, ১১-৩. গ, ১১-৪ ক।

পাঠ-২

সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন

১. স, ২. মি, ৩. মি, ৪. স, ৫. মি, ৬. স, ৭. মি, ৮. স, ৯. মি, ১০. স, ১১.মি, ১২.মি।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ, ৫. গ, ৬. ঘ, ৭. খ, ৮. খ, ৯. গ, ১০-১. ক, ১০-২. গ।

ব্যবহৃত শব্দ, শব্দাংশ ও ধারণা এবং পরিভাষা

Additional Processing	:	বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ
Attention Directing	:	দৃষ্টি আকর্ষণী
Avoidable Cost	:	পরিহারযোগ্য ব্যয়
Break-even point	:	সমতুল বিন্দু
By-Product	:	উপজাত পণ্য
Common Cost	:	সাধারণ ব্যয়
Contribution Margin	:	দত্তাংশ
Data	:	উপাত্ত
Decision Making	:	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
Decremental Cost	:	হ্রাসকৃত ব্যয়
Differential Cost	:	পার্থক্য ব্যয়
Fact	:	ঘটনা
Incremental Cost	:	বর্দ্ধিত ব্যয়
Indifference point	:	নিরপেক্ষ বিন্দু
Information	:	তথ্য
Joint Process	:	যৌথ প্রক্রিয়া
Joint Product	:	যৌথ পণ্য
Knowledge	:	জ্ঞান
Make or Buy Decision	:	উৎপাদন বা ক্রয় সিদ্ধান্ত
News	:	সংবাদ
Obsolete	:	অকেজো
Opportunity Cost	:	সুযোগ ব্যয়
Optimum use	:	সর্বোত্তম ব্যবহার
Outlay	:	বাস্তব ব্যয় বা নগদান ব্যয়
Problem Solving	:	সমস্যা সমাধান
Relevant Information	:	প্রাসঙ্গিক তথ্য
Relevant Range	:	প্রাসঙ্গিক পরিসর
Replacement	:	পুনঃস্থাপন
Tmeliness	:	সময়োপযোগিতা
Unavoidable Cost	:	অপরিহার্য ব্যয়
Understandability	:	বোধগম্যতা